দৈনিক বাংলা

তারিখ 9/10/78

পৃষ্ঠা ৪ কলাম 1

140

শিক্ষানীতিতে নৈতিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় অনুভূতির প্রতিফলন থাকতে হবে : জাফর

কুলাউড়া (সিলেট), ৮ই অক্টোবর (বাসস)।—শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ স্থানীয় ডাকবাংলো প্রাঙ্গণে এক বিরাট জনসভায় বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন গণমুখী শিক্ষা-ব্যবস্থা নির্দিষ্ট তিন মাস সময়ের মধ্যেই ঘোষণা করা হবে।

তিনি বলেন, নিরক্ষরতার অভিশাপের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। তাহলেই আমরা ছাত্র-জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত করার উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়িত করতে পারব।

তিনি বলেন, আমাদের ঔপনিবেশিক আমলের শিক্ষাব্যবস্থা হলো দেশে বেকার সৃষ্টির কারখানা। স্কুলগামী বয়সের দেড় কোটি শিশুর মধ্যে মাত্র ৪৫ লাখ স্কুলে ভর্তি হবার সুযোগ পায়। এরমধ্যে মাত্র ৩৫ হাজার

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষানীতি

(প্রথম পৃঃ পর)

ডিগ্রী পর্যায় পর্যন্ত পড়তে পারে। এর মধ্যে কেবলমাত্র ছ' থেকে সাত হাজার ডিগ্রী লাভ করে এবং মাত্র কয়েক [illegible]র পায়। এটা হলো ঔপনিবেশিক আমলের উত্তরাধিকার।

কাজী জাফর আহমদ শিক্ষকতা পেশার উল্লেখ করে বলেন, শিক্ষকরা সারাজীবন ধরে শিক্ষার আলো-জ্বালান। সমাজে তাদের মর্যাদা আছে। শিক্ষানীতি প্রণয়নে তাদের বক্তব্য থাকা উচিত। শিক্ষানীতিতে নৈতিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং ধর্মীয় অনুভূতির প্রতিফলন থাকতে হবে। যে শিক্ষা শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিককে মর্যাদা দিতে শেখায় না সে শিক্ষাকে আত্ম-মর্যাদাশীল বলা যায় না।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক করতে এবং শিক্ষার ব্যয় হ্রাস করে সাধারণ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে আনতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসান অবশ্যই ঘটাতে হবে। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে একটি অভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা থাকতে হবে।

রাজনীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ৩রা জুনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী দল প্রার্থী জিয়াউর রহমানকে ভোট দিয়ে জনগণ তাকে ফ্রন্টের কর্মসূচী বাস্তবায়নের ম্যান্ডেট দিয়েছে।

কাজী জাফর বলেন, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে জনগণকে প্রদত্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ইউপিপি ফ্রন্টও সরকারে যোগ দিয়েছে। ইউপিপি ফ্রন্টের ম্যানিফেস্টো ও কর্মসূচীর প্রতি অনড় থাকবে।

শিক্ষামন্ত্রী শমসেরনগর হাইস্কুল, কুলাউড়া থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র, কমলগঞ্জ কলেজ, পৃথিমপাশা হাইস্কুল, কুলাপাড়া গার্লস হাইস্কুল ও নবীনচন্দ্র হাইস্কুলে জনসভায় বক্তৃতা করেন।